দ্বাদশ পর্ব

সন্ধি প্রকরণ [সংহিতা]

১২

(Sandhi)

১২.১.১ মহর্ষি পাণিনি বর্ণগুলিকে ১৪টি ভাগে সাজিয়েছেন। এইগুলিকে মাহেশ্বর সূত্র বলে। সূত্রগুলি হল—

অ ই উ ণ্ ।।১।। ঋ ৯ ক্ ।।২।। এ ও ঙ্ ।।৩।। ঐ ঔ চ্ ।।৪।। হ য ব র ট্ ।।৫।।
ল ণ্ ।।৬।। ঞ ম ঙ ণ ন ম্ ।।৭।। ঝ ভ ঞ্ ।।৮।। ঘ ঢ ধ ষ্ ।।৯।।
জ ব গ ড দ শ্ ।।১০।। খ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ব্ ।।১১।। ক প য্ ।।১২।। শ ষ স র্ ।।১৩।।
হ ল্ ।।১৪।।

সূত্রের শেষে স্থিত ণ্, ক্, ঙ্ প্রভৃতি বর্ণগুলি 'ইৎ' অর্থাৎ বর্ণ-গণনায় এগুলি লোপ পায়। কোনও বর্ণ থেকে পরবর্তী কোনও ইৎ-বর্ণ গ্রহণ করে এক-একটি 'প্রত্যাহার' গঠিত হয়। এক-একটি প্রত্যাহারে সেই প্রত্যাহারের অন্তর্গত বর্ণগুলিকে বোঝায়। যেমন—

অণ্ = অ ই উ ; এ ঙ্ = এ ও ; ঐ চ্ = ঐ ঔ ; ঋ ক্ = ঋ ৯ ; এ চ্ = এ ও ঐ ঔ ; অক্ = অ ই উ ঋ ৯ ; অচ্ = অ ই উ ঋ ৯ এ ও ঐ ঔ (অর্থাৎ সব স্বরবর্ণ) [অ = অ আ ; ই = ই ঈ ; উ = উ ঊ ; ঋ = ঋ ৠ ; ঌ = ঌ ঌ বোঝায়] হল্ = সমস্ত ব্যঞ্জন বর্ণ ; ঝশ্ = ঝ ভ ঘ ঢ ধ জ ব গ ড দ ইত্যাদি।

* অট্ ও শল্ — প্রত্যাহার দুটি গঠনের সুবিধার জন্য সূত্রে 'হ' দুইবার নেওয়া হয়েছে।

১২.১.২ পরঃসন্নিকর্ষঃ সংহিতা (১। ৪। ১০৯)

অতিশয় দ্রুত উচ্চারণের ফলে দুই বর্ণের ধ্বনিগত পরস্পর মিলনের নাম **সংহিতা** বা **সন্ধি**। যেমন, বিদ্যা + আলয়ঃ = বিদ্যালয়ঃ, বৃক্ষ + ছায়া = বৃক্ষচ্ছায়া, সঃ + অত্র = সোঽত্র, সঃ + এব = স এব, মুনিঃ + অত্র = মুনিরত্র ইত্যাদি।

১২.১.৩ সংহিতৈকপদে নিত্যা নিত্যা ধাতূপসর্গয়োঃ।
সমাসেঽপি চ নিত্যা স্যাৎ সা চান্যত্র বিভাষিতা॥

একপদে, ধাতু ও উপসর্গের মধ্যে এবং সমাসে সন্ধি করতেই হবে। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সন্ধি করা বা না-করা ইচ্ছাধীন। 'বিভাষিতা' অর্থ বৈকল্পিক।

ভো + অনম্ = ভবনম্ (সন্ধি করতেই হবে)। [একপদ]

প্র + অবিশৎ = প্রাবিশৎ (সন্ধি করতেই হবে)। [উপসর্গ ও ধাতু]

কৃতঞ্চ তৎ অকৃতং চ = কৃত + অকৃতম্ = কৃতাকৃতম্ (সন্ধি করতেই হবে)। [সমাস]

কিন্তু, পিতা পুত্রম্ আহ = পিতা পুত্রমাহ (এখানে সন্ধি করা বা না-করা বক্তা বা লেখকের ইচ্ছাধীন)।

Scanned by CamScanner

১২.২ স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনে স্বরসন্ধি হয়।

১২.২.১ অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ (৬।১।১০১)

'সবর্ণ' কথাটির অর্থ সমান বর্ণ। 'তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্'(১।১।৯)। বর্ণের উচ্চারণে তালু, দন্ত, কণ্ঠ ইত্যাদির সাহায্য লাগে। যে-সব বর্ণে উচ্চারণ এবং স্পৃষ্টত্ব, ঘোষবত্তা প্রভৃতি সমান তাদের 'সবর্ণ' বলে। তবে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনিতে সবর্ণ হয় না। অ, আ সবর্ণ, ই, ঈ সবর্ণ, উ, ঊ সবর্ণ, চ, ছ সবর্ণ ইত্যাদি। 'অকঃ' কথাটির অর্থ অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৯। অ-বর্ণ (অর্থাৎ অ, আ), ই-বর্ণ (অর্থাৎ ই, ঈ), উ-বর্ণ (অর্থাৎ উ, ঊ), ঋ-বর্ণ (অর্থাৎ ঋ, ৠ), ঌ-বর্ণ (অর্থাৎ ঌ, ৡ) সবর্ণগুলির মিলনে দীর্ঘস্বর হয়।

অ, ই, উ, ঋ, ঌ—হ্রস্ব স্বর এবং আ, ঈ, ঊ, ৠ, ৡ দীর্ঘস্বর। যেমন,

অ + অ = আ (অদ্য + অত্র = অদ্যাত্র)। অ + আ = আ (অদ্য + আহ = অদ্যাহ)।

আ + অ = আ (লতা + অত্র = লতাত্র)। আ + আ = আ (ৰালিকা + আহ = ৰালিকাহ)

ই + ই = ঈ (অতি + ইব = অতীব)। ই + ঈ = ঈ (প্রতি + ঈক্ষা = প্রতীক্ষা)।

ঈ + ই = ঈ (নদী + ইব = নদীব)। ঈ + ঈ = ঈ (মহী + ঈশ = মহীশ)।

উ + উ = ঊ (সাধু + উক্তম্ = সাধূক্তম্)। উ + ঊ = ঊ (লঘু + ঊর্মিঃ = লঘূর্মিঃ)।

ঊ + উ = ঊ (স্বয়ম্ভূ + উদয়ঃ = স্বয়ম্ভূদয়ঃ)। ঊ + ঊ = ঊ (ভূ + ঊর্ধ্বম্ = ভূর্ধ্বম্)।

ঋ + ঋ = ৠ (পিতৃ + ঋণম্ = পিতৄণম্)।

১২.২.২ ইকো যণচি (ইকঃ যণ্ অচি)। (৬।১।৭৭)

ইকঃ = ই উ ঋ ঌ। **যণ্** = য ব র ল। **অচি** = অচ্ + ৭মী একবচন অর্থাৎ অচ্ বর্ণগুলিতে বা সমস্ত স্বরবর্ণগুলিতে।

অসবর্ণ স্বর পরে থাকলে (অর্থাৎ ই উ ঋ ঌ বাদে স্বর পরে থাকলে) ই উ ঋ এবং ঌ স্থানে যথাক্রমে য ব র এবং ল হয়। যেমন, দেবী + আগতা = দেব্যাগতা, সাধু + ইদম্ = সাধ্বিদম্, দধি + অত্র = দধ্যত্র; নদী + অম্বু = নদ্যম্বু; অনু + অয়ঃ = অন্বয়ঃ; অনু + আ + গচ্ছতি = অন্বাগচ্ছতি; অনু + এষণম্ = অন্বেষণম্; পিতৃ + অনুমতিঃ = পিত্রনুমতিঃ; ঌ + আকৃতিঃ = লাকৃতিঃ, অতি + আচারঃ = অত্যাচারঃ, পিতৃ + আজ্ঞা = পিত্রাজ্ঞা, পিতৃ + ইচ্ছা = পিত্রিচ্ছা, মাতৃ + উপদেশঃ = মাত্রুপদেশঃ।

১২.২.৩ আদ্‌গুণঃ (আৎ গুণঃ) (৬।১।৮৭)

গুণঃ = অদেঙ্ গুণ : ১।১।২। ঋ ৠ স্থানে অর্; ঌ ৡ স্থানে অল্; ই ঈ স্থানে এ এবং উ ঊ স্থানে 'ও' হওয়ার নাম 'গুণ'।

আৎ = অ + ৫মী একবচন অর্থাৎ অ, আ বর্ণের পরে ই উ ঋ ঌ (পূর্ব সূত্রের অনুবৃত্তি) থাকলে উভয়ে মিলে গুণ হয়। অর্থাৎ অ/আ + ই/ঈ = এ; অ/আ + উ/ঊ = ও; অ/আ + ঋ/ৠ = অর্; অ/আ + ঌ/ৡ = অল্ হয়। যেমন, রমা + ঈশঃ = রমেশঃ, মম + ইদম্ = মমেদম্, লতা + ইয়ম্ = লতেয়ম্, সূর্য + উদয়ঃ = সূর্যোদয়ঃ, গঙ্গা + উদকম্ = গঙ্গোদকম্,

Scanned by CamScanner

জল + ঊর্মিঃ = জলোর্মিঃ, দেব + ঋষিঃ = দেবর্ষিঃ, তব + ঌকারঃ = তবল্‌কারঃ, নীল + উৎপলম্ = নীলোৎপলম্।

১২.২.৪ **বৃদ্ধিরেচি** (বৃদ্ধিঃ এচি) (৬।১।৮৮)

অ-বর্ণের (অ, আ) পর এচ্ (এ ও ঐ ঔ) থাকলে উভয়ে মিলে বৃদ্ধি হয়। 'এচি' = এচ্ + ৭মী একবচন। অর্থাৎ অ/আ + এ/ঐ = ঐ; অ/আ + ও/ঔ = ঔ হয়। যেমন,

বৃদ্ধিঃ = বৃদ্ধিরাদৈচ্ ১।১।১ এটি পাণিনি ব্যাকরণের প্রথম সূত্র। অ স্থানে আ; ই, ঈ এবং এ স্থানে ঐ; উ, ঊ এবং ও স্থানে ঔ; ঋ, ৠ স্থানে আর্ এবং ঌ স্থানে আল্ হওয়াকে বৃদ্ধি বলে।

মম + এব = মমৈব, সদা + এব = সদৈব, মত + ঐক্যম্ = মতৈক্যম্, জল + ওঘঃ = জলৌঘঃ, তদা + এব = তদৈব,

অদ্য + এব = অদ্যৈব; তব + ঐরাবতঃ = তবৈরাবতঃ; মম + ওতুঃ = মমৌতুঃ;

কস্য + ঔষধম্ = কস্যৌষধম্।

১২.২.৫ **এচোঽয়বায়াবঃ** (এচঃ অয্ অব্ আয্ আবঃ) (৬।১।৭৮)

স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্ববর্তী **এচ্ স্থানে (এ ও ঐ ঔ)** স্থানে যথাক্রমে **অয্, অব্, আয্** এবং **আব্** হয়। **এচঃ** = এচ্ + ৬ষ্ঠী একবচন অর্থাৎ এচ্-এর। যেমন,

নে + অনম্ = নয়নম্।
ভো + অনম্ = ভবনম্।
রৈ + এ = রায়ে।
রৈ + আ = রায়া।
জায়ৈ + একদা = জায়ায়ায়েকদা।
শে + ঐ = শয়ৈ।
গো + আ = গবা।
প্রভো + আহূয়তাম্ = প্রভবাহূয়তাম্।
তৌ + আগচ্ছতাম্ = তাবাগচ্ছতাম্।
তৌ + ঈশৌ = তাবিশৌ।

তে + অত্র = তয়ত্র।
পো + অনম্ = পবনম্।
পৌ + অকঃ = পাবকঃ।
লতায়ৈ + ঋণম্ = লতায়ায়্‌ণম্।
দ্বে + ওঃ = দ্বয়োঃ।
পো + ইত্রম্ = পবিত্রম্।
প্রভো + ঈশ্বরঃ = প্রভবীশ্বরঃ।
ভৌ + উকঃ = ভাবুকঃ।
নৌ + ঔ = নাবৌ।

'এ'-যদি দ্বিবচনে হয়, তবে সন্ধি হয় না। যেমন, তে = তদ্ (পুং) + ১মা বহুবচন; তে = যুষ্মদ্ + ৪র্থী/৬ষ্ঠী একবচন; তে = তদ্ (স্ত্রী/ক্লীব.) + ১মা/২য়া দ্বিবচন। প্রথম দুটি 'তে'-এর সঙ্গে সন্ধি হবে। কিন্তু তৃতীয় 'তে'-এর সঙ্গে অন্য পদের সন্ধি হয় না।

• 'গো' শব্দের ক্ষেত্রে এই সূত্র প্রযুক্ত হয় না। [দ্র. ১২.২.১৬]

• **লোপঃ শাকল্যস্য** (৮।৩।১৯)

'এচোঽয়বায়াবঃ' সূত্রে পদান্তে যে **অয্, অব্, আয্, আব্** আসে শাকল্যমুনির মতে সেই **ব্ ও য্** বিকল্পে লোপ পায়। যেমন,

শ্রিয়ৈ + অর্থঃ = শ্রিয়ায়র্থঃ/শ্রিয়া অর্থঃ। তস্মৈ + ইদম্ = তস্মায়িদম্/তস্মা ইদম্।
জায়ৈ + উৎসুকঃ = জায়ায়ায়ুৎসুকঃ/জায়ায়া উৎসুকঃ।

Scanned by CamScanner

সখে + এহি = সখয়েহি /সখ এহি। মুনে + ওষধিঃ = মুনয়োষধিঃ/ মুন ওষধিঃ।
মুনে + ঔষধম্ = মুনয়ৌষধম্/মুন ঔষধম্। শ্রিয়ায়ৈ + এতি = শ্রিয়ায়ায়েতি/শ্রিয়ায়া এতি।
কবিতায়ৈ + আগ্রহঃ = কবিতায়ায়াগ্রহঃ / কবিতায়া আগ্রহঃ।
সাধো + আগচ্ছতু = সাধবাগচ্ছতু /সাধ আগচ্ছতু। তে + অত্র = তয়ত্র/ত অত্র।
রবৌ + অস্তমিতে = রবাবস্তমিতে/ রবা অস্তমিতে।
মুনৌ + আগতে = মুনাবাগতে /মুনা আগতে।
তৌ + এতৌ = তাবেতৌ /তা এতৌ। দ্বৌ + এতৌ = দ্বাবেতৌ /দ্বা এতৌ।
মুনে + আগচ্ছ = মুনয়াগচ্ছ/ মুন আগচ্ছ। নরে + এব = নরয়েব/ নর এব।
বিভো + এহি = বিভবেহি/ বিভ এহি। শ্রিয়ৈ + অত্র = শ্রিয়ায়ত্র/ শ্রিয়া অত্র।
প্রভো + আগচ্ছ = প্রভবাগচ্ছ/ প্রভ আগচ্ছ।

১২.২.৬ **অক্ষাদূহিন্যামুপসংখ্যানম্ (বা)** (অক্ষাৎ ঊহিন্যাম্ উপসংখ্যানম্।)

অক্ষ + ঊহিনী = অক্ষৌহিণী হয়।

১২.২.৭ **স্বাদীরেরিণোঃ (বা)** (স্বাৎ ঈর-ঈরিণোঃ)

'স্ব' শব্দের পর ঈরঃ, ঈরী (ঈরিণ্) শব্দ থাকলে **অ ও ঈ মিলে ঐ হয়**। যেমন,

স্ব + ঈরঃ = স্বৈরঃ; স্ব + ঈরী = স্বৈরী; স্ব + ঈরিণী = স্বৈরিণী।

১২.২.৮ **প্রাদূহোঢ়োঢ্যেষ্যেষু (বার্তিক)** (প্রাৎ ঊহ-ঊঢ়-ঊঢ়ি-এষ-এষ্যেষু)

প্র উপসর্গের পর ঊহ, ঊঢ়, ঊঢ়ি, এষ এবং এষ্য থাকলে উভয়ে মিলে বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ উ-বর্ণ স্থানে ঔ-কার এবং এ-বর্ণ স্থানে ঐ-কার হয়। যেমন,

প্র + ঊহঃ = প্রৌহঃ; প্র + ঊঢ়ঃ = প্রৌঢ়ঃ; প্র + ঊঢ়িঃ = প্রৌঢ়িঃ; প্র + এষঃ = প্রৈষঃ; প্র + এষ্যঃ = প্রৈষ্যঃ।

১২.২.৯ **ঋতে চ তৃতীয়াসমাসে (বা)**

তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাসে পরপদ যদি 'ঋত' হয় তবে উভয়ে মিলে বৃদ্ধি অর্থাৎ 'ঋ' স্থানে আর্ হয়। যেমন,

তৃষ্ণা + ঋতঃ = তৃষ্ণার্তঃ (তৃষ্ণয়া ঋতঃ); ক্ষুধা + ঋতঃ = ক্ষুধার্তঃ (ক্ষুধয়া ঋতঃ); শীত + ঋতঃ = শীতার্তঃ (শীতেন ঋতঃ)।

• **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস না-হলে বৃদ্ধি হয় না।**

পরম + ঋতঃ = পরমর্তঃ (পরমঃ ঋতঃ — কর্মধা-)। এখানে 'আদ্ গুণঃ' সূত্রানুসারে 'গুণ' হল (ঋ-স্থানে অর্)।

১২.২.১০ **প্র-বৎসতর-কম্বল-বসনার্ণ-দশানামৃণে (বা)**

প্র, বৎসর, বৎসতর, কম্বল, বসন, ঋণ, দশ শব্দের পর 'ঋণ' থাকলে বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ 'ঋ' স্থানে 'আর্' হয়। যেমন,

প্র + ঋণম্ = প্রার্ণম্; বৎসর + ঋণম্ = বৎসরার্ণম্; কম্বল + ঋণম্ = কম্বলার্ণম্; বসন + ঋণম্ = বসনার্ণম্; ঋণ + ঋণম্ = ঋণার্ণম্; দশ + ঋণম্ = দশার্ণম্; দশ + ঋণঃ = দশার্ণঃ।

Scanned by CamScanner

১২.২.১১ **এঙি পররূপম্** (৬।১।৯৪)

অ-বর্ণান্ত উপসর্গের পরে এ-কারাদি বা ও-কারাদি (এ আদিতে যার, ও আদিতে যার) ধাতু থাকলে উভয়ে মিলে পররূপ হয় অর্থাৎ পরের বর্ণটিই থাকে। অ-বর্ণ = অ, আ।

প্র + এজতে = প্রেজতে; উপ + ওষতি = উপোষতি; প্র + এষয়তি = প্রেষয়তি; পরা + ওহতি = পরোহতি।

• **ব্যতিক্রম** : এধ্ ও ইন্ ধাতুর এ-কার পরে থাকলে পররূপ একাদেশ হয় না, বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ এ স্থানে ঐ হয়।

উপ + এধতে = উপৈধতে; পরা + এধতে = পরৈধতে; অব + এধতে = অবৈধতে; অব + এতি = অবৈতি; আ + এতি = ঐতি।

১২.২.১২ **শকন্ধ্বাদিষু পররূপং বাচ্যম্ (বা)** (শকন্ধু-আদিষু পররূপম্ বাচ্যম্)

'শকন্ধু' প্রভৃতি শব্দে প্রথম শব্দের 'টি' স্থানে পররূপ হয়। 'শক' শব্দের টি 'অ' বাদ যায় এবং 'অন্ধু' শব্দের 'অ' থাকে।

• **অচো অন্ত্যাদি টি** (১।১।৬৪।) শব্দের অন্ত্যস্বর থেকে শেষাংশকে টি বলে। যেমন, √যা-ধাতুর 'আ', √গম্-ধাতুর 'অম্', মনস্ শব্দের 'অস্', ধাবৎ শব্দের 'অৎ' 'টি'-সংজ্ঞক।

শক + অন্ধুঃ = শকন্ধুঃ; কুল + অটা = কুলটা; সীমন্ + অন্তঃ = সীমন্তঃ (এখানে সীমন্ শব্দের অন্ টি) সীমন্ত অর্থ সিঁথি, অন্য অর্থে সীমান্ত হবে। সার + অঙ্গঃ = সারঙ্গঃ (পশুপাখি বোঝাতে, অন্যত্র— সার + অঙ্গ = সারাঙ্গ)। পতৎ + অঞ্জলিঃ = পতঞ্জলিঃ (এখানে টি 'অৎ')। মনস্ + ঈষা = মনীষা (এখানে টি 'অস্')। হল + ঈষা = হলীষা। লাঙ্গল + ঈষা = লাঙ্গলীষা। মার্ত + অণ্ডঃ = মার্তণ্ডঃ।

১২.২.১৩ **ওত্বোষ্ঠয়োঃ সমাসে বা (বা)** (ওতু-ওষ্ঠয়োঃ সমাসে বা)

ওতু এবং ওষ্ঠ শব্দ পরে থাকলে উভয়ে মিলে পররূপ হয়। 'বা' অর্থ বিকল্প। সমাস হলেই বিকল্পে পররূপ হয়। সমাস না-হলে বৃদ্ধি হয়।

পররূপের উদাহরণ—

স্থূল + ওতুঃ = স্থূলোতুঃ / স্থূলৌতুঃ
বিম্ব + ওষ্ঠঃ = বিম্বোষ্ঠঃ / বিম্বৌষ্ঠঃ
] সমাস হয়েছে

সমাস ভিন্ন অন্য শব্দের সন্ধি—

তব + ওষ্ঠঃ = তবৌষ্ঠঃ
মম + ওতুঃ = মমৌতুঃ
] সমাস নেই

১২.২.১৪ **ওমাঙোশ্চ** (ওম্-আঙোঃ চ) (৬।১।৯৫)

অ-বর্ণের পর 'ওম্' এবং 'আঙ্' শব্দ থাকলে উভয় মিলে **পররূপ একাদেশ হয়।**

শিবায় + ওং নমঃ = শিবায়োং নমঃ।

নারায়ণায় + ওম্ + ইতি = নারায়ণায়োমিতি।

নরায় + আঙ্ = নরায়াঙ্।

Scanned by CamScanner

১২.২.১৫ **এঙঃ পদান্তাদতি** (এঙঃ পদান্তাৎ অতি) (৬। ১। ১০৯)

এঙঃ = এঙ্ + ৬ষ্ঠী একবচন ('এ' এবং 'ও'-এর)। পদান্তস্থিত এ-কার এবং ও-কারের পর অ-থাকলে উভয়ে মিলে পূর্বরূপ একাদেশ হয়। বস্তুত এই অ-কার অবগ্রহ রূপে থেকে যায়।

হরে + অব = হরেঽব।
তে + অপি = তেঽপি।
দিবসে + অদ্য = দিবসেঽদ্য।
সাধো + অত্র = সাধোঽত্র।
বিদ্যো + অত্র = বিদ্যোঽত্র।
গ্রামে + অত্র = গ্রামোঽত্র।
মে + অধুনা = মোঽধুনা।
দেশে + অস্মিন্ = দেশেঽস্মিন্।

• প্রসঙ্গত ১২.২.৫ দ্রষ্টব্য।

১২.২.১৬ **সর্বত্র বিভাষা গোঃ** (৬। ১। ১২২)

পদান্ত গো-শব্দের পরে অ-কার থাকলে বিকল্পে প্রকৃতিভাব হয়। 'বিভাষা' শব্দের অর্থ বিকল্প।

গো + অগ্রম্ = গো অগ্রম্ / গোঽগ্রম্ / গবাগ্রম্।

• **প্রকৃতিভাব** : 'প্রকৃত্যাঽন্তঃ পাদমব্যপরে' (৬। ১। ১১৫) সূত্রস্থ 'প্রকৃত্যা' পদটি আশ্রয় করে 'প্রকৃতিভাব' কথাটি ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতিভাব কথাটির অর্থ স্ব-রূপে অবস্থান অর্থাৎ যেমন তেমনই থাকা— কোনও রকম বিকার বা পরিবর্তন না-হওয়া।

• **অবঙ্ স্ফোটায়নস্য** (৬। ১। ১২৩)

স্বরবর্ণ পরে থাকলে গো-শব্দের ও-কার স্থানে বিকল্পে 'অব' হয়।

• গো + অগ্রম্ = গবাগ্রম্ / গোঽগ্রম্ / গো অগ্রম্।

• 'এচঃ অয়বায়াবঃ' অনুসারে অব্ হয়। বিশেষ নিয়মে ওই সূত্র গো-শব্দে প্রযোজ্য নয়।

গো + অগ্রম্ =
গোঽগ্রম্ (এঙঃ পদান্তাদতি)
গো অগ্রম্ (সর্বত্র বিভাষা গোঃ)
গবাগ্রম্ (অবঙ্ স্ফোটায়নস্য)

• **ইন্দ্রে চ** (৬। ১। ১২৪)

গো-শব্দের পর 'অক্ষ' ও 'ইন্দ্র' শব্দ থাকলে সর্বদাই গবাক্ষ ও গবেন্দ্র হয়।

গো + অক্ষঃ = গবাক্ষঃ। গো + ইন্দ্রঃ = গবেন্দ্রঃ।

[সুপদ্ম ব্যাকরণের সূত্র - "গবাক্ষ-গবেন্দ্রৌ নিত্যম্।"]

• **বান্তো যি প্রত্যয়ে** (বান্তঃ যি চ প্রত্যয়ে) (৬। ১। ৭৯)

য-কারাদি প্রত্যয় পরে থাকলে প্রাতিপদিকের ও-কার এবং ঔ-কার স্থানে যথাক্রমে অব্ এবং আব্ হয়। যেমন, গো + যৎ = গব্য (গব্যম্), নৌ + যৎ = নাব্য (নাব্যম্)।

• 'অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্' (১। ২। ৪৫) 'কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ' (১। ২। ৪৬)

■ অর্থযুক্ত শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত, তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত এবং সমাসবদ্ধ শব্দ প্রাতিপদিক হয়। ■ ধাতু, প্রত্যয়, বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ক্রিয়াপদ প্রাতিপদিক নয়। ■ নিপাত শব্দের অর্থ না-থাকলেও সেগুলি প্রাতিপদিক। **'নিপাতস্য অনর্থকস্য প্রাতিপদিক-সংজ্ঞা বক্তব্যা'।** **(বার্তিক)**

Scanned by CamScanner

১২.২.১৭ **ক্ষয্যজয্যৌ শক্যার্থে** (ক্ষয্য-যয্যৌ শক্য অর্থে) (৬ । ১ । ৮১)

শক্যার্থে যৎ-প্রত্যয় পরে থাকলে √ক্ষি ও √জি-ধাতুর এ-কার স্থানে অয় হয়।

ক্ষেতুম্ শক্যম্ ইতি ক্ষি + যৎ > ক্ষ + যৎ = ক্ষয্য

জেতুম্ শক্যম্ ইতি জি + যৎ > জে + যৎ = জয্য

• কিন্তু যোগ্য অর্থে হয় না—

ক্ষেতুম্ যোগ্যম্ ইতি ক্ষি + যৎ > ক্ষে + যৎ = ক্ষেয়

জেতুম্ যোগ্যম্ ইতি জি + যৎ > জে + যৎ = জেয়

• **ক্রয্যস্তদর্থে** (ক্রয্যঃ তৎ অর্থে) (৬ । ১ । ৮২)

দোকানে কেনার জন্য সাজানো জিনিস বোঝাতে যৎ-প্রত্যয় পরে থাকলে √ক্রী-ধাতুর এ-কার স্থানে অয় হয়—

ক্রয়ার্থে বিপন্যাং প্রসারিতম্ দ্রব্যম্ √ক্রী + যৎ > ক্রে + যৎ = ক্রয্য;

কিন্তু যোগ্য অর্থে হয় না—

ক্রয়স্য যোগ্যম্ ইতি √ক্রী + যৎ > ক্রে + যৎ = ক্রেয়।

স্বরসন্ধির নিষেধ

১২.২.১৮ **'দূরাহ্বানে চ গানে চ রোদনে চ প্লুতো মতঃ (বা)'**। দূর থেকে আহ্বানে, গানে, রোদনে স্বর যে টেনে উচ্চারণ করা হয় — তার নাম প্লুতস্বর। হ্রস্বস্বর একমাত্রা, দীর্ঘস্বর দুইমাত্রা ও প্লুতস্বর তিন মাত্রা ধরা হয়। **প্লুতস্বরের মাথায় ডানদিকে '৩' সংখ্যাটি লিখে স্বরের প্লুতত্ব বোঝানো হয়।**

১২.২.১৯ **ঈদূদেদ্-দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্** (ঈৎ ঊৎ এৎ দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্) (১ । ১ । ১১)

ঈ-কারান্ত, ঊ-কারান্ত এবং এ-কারান্ত দ্বিবচনের পদকে 'প্রগৃহ্য' বলে।

১২.২.২০ প্লুত ও প্রগৃহ্য স্বরের সঙ্গে সন্ধি হয় না। রাধে৩ অত্র আগচ্ছ। এখানে রাধে৩ + অত্র সন্ধি হলে 'এ'-স্বর আর প্লুত থাকবে না। তাই সন্ধি হয় না।

মুনী + ইমৌ সন্ধি হয় না। কারণ 'মুনী' পদটি প্রগৃহ্য-সংজ্ঞক।

মুনী + ইমৌ = মুনী ইমৌ (সন্ধি নিষেধ), সাধূ + অত্র = সাধূ অত্র (সন্ধি নিষেধ)

লতে + এতে = লতে এতে (সন্ধি নিষেধ)

সেবেতে + অধুনা = সেবেতে অধুনা (সন্ধি নিষেধ)

মুনী + এতৌ = মুনী এতৌ (সন্ধি নিষেধ), সাধূ + ইমৌ = সাধূ ইমৌ (সন্ধি নিষেধ)

লভেতে + অর্থম্ = লভেতে অর্থম্ (সন্ধি নিষেধ)

সেবেতে + ইমৌ = সেবেতে ইমৌ (সন্ধি নিষেধ)

লতে + ইদানীম্ = লতে ইদানীম্ (সন্ধি নিষেধ)

কবী + অধুনা = কবী অধুনা (সন্ধি নিষেধ), তে + এব = তে এব (সন্ধি নিষেধ)

গুরূ + আগতৌ = গুরূ আগতৌ (সন্ধি নিষেধ)

ফলে + আনয়তি = ফলে আনয়তি (সন্ধি নিষেধ)।

Scanned by CamScanner

১২.২.১৭ **ক্ষয্যজয্যৌ শক্যার্থে** (ক্ষযা-যযৌ শক্য অর্থে) (৬ । ১ । ৮১)

শক্যার্থে যৎ-প্রত্যয় পরে থাকলে √ক্ষি ও √জি-ধাতুর এ-কার স্থানে অয় হয়।

ক্ষেতুম্ শক্যম্ ইতি ক্ষি + যৎ > ক্ষ + যৎ = ক্ষয্য

জেতুম্ শক্যম্ ইতি জি + যৎ > জে + যৎ = জয্য

• কিন্তু যোগ্য অর্থে হয় না—

ক্ষেতুম্ যোগ্যম্ ইতি ক্ষি + যৎ > ক্ষে + যৎ = ক্ষেয়

জেতুম্ যোগ্যম্ ইতি জি + যৎ > জে + যৎ = জেয়

• **ক্রয্যস্তদর্থে** (ক্রয্যঃ তৎ অর্থে) (৬ । ১ । ৮২)

দোকানে কেনার জন্য সাজানো জিনিস বোঝাতে যৎ-প্রত্যয় পরে থাকলে √ক্রী-ধাতুর এ-কার স্থানে অয় হয়—

ক্রয়ার্থে বিপন্যাং প্রসারিতম্ দ্রব্যম্ √ক্রী + যৎ > ক্রে + যৎ = ক্রয্য;

কিন্তু যোগ্য অর্থে হয় না—

ক্রয়স্য যোগ্যম্ ইতি √ক্রী + যৎ > ক্রে + যৎ = ক্রেয়।

স্বরসন্ধির নিষেধ

১২.২.১৮ **'দূরাহ্বানে চ গানে চ রোদনে চ প্লুতো মতঃ (বা)'**। দূর থেকে আহ্বানে, গানে, রোদনে স্বর যে টেনে উচ্চারণ করা হয় — তার নাম প্লুতস্বর। হ্রস্বস্বর একমাত্রা, দীর্ঘস্বর দুইমাত্রা ও প্লুতস্বর তিন মাত্রা ধরা হয়। **প্লুতস্বরের মাথায় ডানদিকে '৩' সংখ্যাটি লিখে স্বরের প্লুতত্ব বোঝানো হয়।**

১২.২.১৯ **ঈদূদেদ্-দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্** (ঈৎ ঊৎ এৎ দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্) (১ । ১ । ১১)

ঈ-কারান্ত, ঊ-কারান্ত এবং এ-কারান্ত দ্বিবচনের পদকে 'প্রগৃহ্য' বলে।

১২.২.২০ প্লুত ও প্রগৃহ্য স্বরের সঙ্গে সন্ধি হয় না। রাধে৩ অত্র আগচ্ছ। এখানে রাধে৩ + অত্র সন্ধি হলে 'এ'-স্বর আর প্লুত থাকবে না। তাই সন্ধি হয় না।

মুনী + ইমৌ সন্ধি হয় না। কারণ 'মুনী' পদটি প্রগৃহ্য-সংজ্ঞক।

মুনী + ইমৌ = মুনী ইমৌ (সন্ধি নিষেধ), সাধূ + অত্র = সাধূ অত্র (সন্ধি নিষেধ)

লতে + এতে = লতে এতে (সন্ধি নিষেধ)

সেবেতে + অধুনা = সেবেতে অধুনা (সন্ধি নিষেধ)

মুনী + এতৌ = মুনী এতৌ (সন্ধি নিষেধ), সাধূ + ইমৌ = সাধূ ইমৌ (সন্ধি নিষেধ)

লভেতে + অর্থম্ = লভেতে অর্থম্ (সন্ধি নিষেধ)

সেবেতে + ইমৌ = সেবেতে ইমৌ (সন্ধি নিষেধ)

লতে + ইদানীম্ = লতে ইদানীম্ (সন্ধি নিষেধ)

কবী + অধুনা = কবী অধুনা (সন্ধি নিষেধ), তে + এব = তে এব (সন্ধি নিষেধ)

গুরূ + আগতৌ = গুরূ আগতৌ (সন্ধি নিষেধ)

ফলে + আনয়তি = ফলে আনয়তি (সন্ধি নিষেধ)।

Scanned by CamScanner

• লক্ষণীয় :

তে + অত্র = সন্ধি হয় না (তে = তদ্ + (ক্লী/স্ত্রী) ১মা/২য়া দ্বিবচন)। সূত্র: প্লুত প্রগৃহ্য।

তে + অত্র = তেঽত্র। সূত্র : এঙঃ পদান্তাদতি (৬। ১। ১০৯) দ্র. ৫.২.১৫ (দ্বিবচন নয়)

তে + অত্র = তয়ত্র। সূত্র : এচোঽয়বায়াবঃ (৬। ১। ৭৮) দ্র. ৫.২.৫ (দ্বিবচন নয়)।

তে + অত্র = ত অত্র। সূত্র : লোপঃ শাকল্যস্য (৮। ৩। ১৯) দ্র. ৫.২.৫ (দ্বিবচন নয়)।

১২.২.২১ **অদসো মাৎ** (অদসঃ মাৎ) (১ । ১ । ১২)

অদসঃ = অদস্ + ৬ষ্ঠী একবচন, অর্থ অদস্ শব্দের।

মাৎ = ম + ৫মী একবচন; অর্থ ম-এর পর।

অদস্ শব্দের যে যে পদে ম্ এর পরে ঈ এবং ঊ থাকে (অর্থাৎ অমী ও অমূ)— তারা প্রগৃহ্য।

অমী + অশ্বাঃ = অমী অশ্বাঃ (সন্ধি নিষেধ)।

অমূ + অশ্বৌ = অমূ অশ্বৌ (সন্ধি নিষেধ)।

১২.২.২২ **ওৎ** (১ । ১ । ১৫)

ও-কারান্ত অব্যয় প্রগৃহ্য।

অহো + ইহ = অহো ইহ (সন্ধি নিষেধ)।

নো + ইতরাণি = নো ইতরাণি (সন্ধি নিষেধ)।

১২.২.২৩ **নিপাত একাজনাঙ্** (নিপাতঃ এক-অচ্ অন্-আঙ্) (১ । ১ । ১৪)

আঙ্ ভিন্ন একস্বর-অব্যয় প্রগৃহ্যসংজ্ঞক।

ই + ইন্দ্র = ই ইন্দ্র (সন্ধি নিষেধ)।

ঊ + ঊমা = ঊ ঊমা (সন্ধি নিষেধ)।

আ + অত্র = আ অত্র (সন্ধি নিষেধ)।

• কিন্তু, আঙ্ > আ + ঊষ্ণম্ = ওষ্ণম্।

১২.২.২৪ **ঋত্যকঃ** (ঋতি অকঃ) (৬ । ১ । ১২৮)

ঋ-কার পরে থাকলে পদান্ত অ ই ঊ ঋ এবং ঌ-কারের বিকল্পে সন্ধি হয় না এবং পদান্ত দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয়। অকঃ = অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ-এদের।

জন্ম + ঋতুঃ = জন্ম ঋতুঃ / জন্মর্তুঃ, ব্রহ্মা + ঋষিঃ = ব্রহ্ম ঋষিঃ / ব্রহ্মর্ষিঃ, মধু + ঋতুঃ = মধু ঋতুঃ / মধ্বর্তুঃ।

১২.২.২৫ **ইকোঽসবর্ণে শাকল্যস্য হ্রস্বশ্চ** (ইকঃ অসবর্ণে শাকল্যস্য হ্রস্বঃ চ) (৬।১।১২৭)

অসবর্ণ স্বর পরে থাকলে পদান্ত অ ই ঊ ঋ এবং ঌ-কারের **বিকল্পে** সন্ধি হয় না এবং পূর্ববর্ণের দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয়।

চক্রী + অত্র = চক্রি অত্র / চক্র্যত্র

লতা + ইয়ম্ = লত ইয়ম্ / লতেয়ম্

মিত্র + ইহ = মিত্র ইহ / মিত্রেহ।

Scanned by CamScanner

১২.২.২৬ সংক্ষেপে স্বরসন্ধি

১. অ / আ + অ / আ = আ
২. অ / আ + ই / ঈ = এ
৩. অ / আ + উ / ঊ = ও
৪. অ / আ + ঋ = অর্
৫. অ / আ + এ / ঐ = ঐ
৬. অ / আ + ও / ঔ = ঔ
৭. ই / ঈ + ই / ঈ = ঈ
৮. ই / ঈ + ই / ঈ বাদে স্বরবর্ণ = ই / ঈ স্থানে য্ (য়)
৯. উ / ঊ + উ / ঊ = ঊ
১০. উ / ঊ + উ, ঊ বাদে স্বরবর্ণ = উ / ঊ-স্থানে ব্
১১. ঋ + ঋ = ৠ (দীর্ঘ ৠ)
১২. ঋ + ঋ বাদে স্বরবর্ণ = ঋ-স্থানে র্
১৩. এ + যে কোনও স্বরবর্ণ = এ-স্থানে অয়্
১৪. ঐ + যে কোনও স্বরবর্ণ = ঐ-স্থানে আয়্
১৫. ও + যে কোনও স্বরবর্ণ = ও-স্থানে অব্
১৬. ঔ + যে কোনও স্বরবর্ণ = ঔ-স্থানে আব্
১৭. এ বা ও + অ = অ-এর লোপ হয়ে ঽ চিহ্ন

১২.৩ ব্যঞ্জনসন্ধি

ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের বা ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের বা স্বরবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনে ব্যঞ্জনসন্ধি হয়। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে ব্যঞ্জনসন্ধিতে স্বরসন্ধির বা বিসর্গসন্ধির নিয়মও কাজে লাগে। এছাড়া সংজ্ঞা ও পরিভাষার সূত্রগুলিও বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়। সূত্রের সংক্ষেপের জন্য বর্ণগুলির নির্দেশকালে মাহেশ্বর সূত্র উল্লেখ করা হয়। প্রায়শই একটি সূত্রের ব্যাখ্যায় পূর্ববর্তী বিভিন্ন সূত্রের অনুবৃত্তি থাকে— যেগুলি সূত্রে উল্লেখ করা হয় না। সূত্রার্থ করার সময় সেগুলি আছে বলে ধরে নিতে হয়। মনে রাখতে হবে দুটি সূত্রের কার্য একই সঙ্গে উপস্থিত হলে পরবর্তী সূত্রটিই প্রযুক্ত হবে।

১২.৩.১ স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ (৮।৪।৪০)

স্-কার ও ত-বর্গের সঙ্গে শ-কার ও চ-বর্গের যোগ হলে যথাক্রমে শ্-কার ও চ-বর্গ হয়। যেমন, হরিঃ + শেতে > হরিস্ + শেতে = হরিশ্‌শেতে, রামঃ + চিনোতি > রামস্ + চিনোতি = রামশ্‌চিনোতি। সৎ + চিৎ = সচ্চিৎ। পূর্ণঃ + চন্দ্রঃ > পূর্ণস্ + চন্দ্রঃ = পূর্ণশ্চন্দ্রঃ। রামঃ + চিনোতি = রামশ্চিনোতি। তরোঃ + ছায়া = তরোশ্ছায়া। নরঃ + চলতি = নরশ্চলতি। নিঃ + চিতঃ > নিস্ + চিতঃ = নিশ্চিতঃ। এখানে, ঃ = স্। রামঃ + ছিনত্তি > রামস্ ছিনত্তি > রামশ্ছিনত্তি। মহৎ + শকটম্ = মহচ্‌শকটম্। তদ্ + ছবিঃ = তচ্ছবিঃ। তৎ + চক্রম্ = তচ্চক্রম্। তৎ + জীবনম্ = তজ্জীবনম্। উৎ + জ্বলঃ = উজ্জ্বলঃ। বিপদ্ + জালম্ = বিপজ্জালম্। মহান্ + জয়ঃ = মহাঞ্জয়ঃ। মহান্ + শব্দঃ = মহাঞ্‌শব্দঃ। যজ্ + নঃ = যজ্ঞঃ। যাচ্ + না = যাচ্ঞা।

- এই সূত্রে বলা হয়েছে—

১. স্ এর পর শ্ থাকলে স্ স্থানে শ্ হয়।
২. স্ এর পর চ-বর্গ থাকলে স্ স্থানে শ্ হয়।
৩. ত-বর্গের পর পর শ্ থাকলে ত-বর্গের স্থানে চ-বর্গ হয়।
৪. ত-বর্গের পর চ-বর্গ থাকলে ত-বর্গের স্থানে চ-বর্গ হয়।

Scanned by CamScanner

১২.৩.২ **শাৎ** (৮।৪।৪৪)

শ্-কারের পরস্থিত ত-বর্গ স্থানে চ-বর্গ হয় না। যেমন, প্রশ্ + নঃ = প্রশ্নঃ।

১২.৩.৩ **ষ্টুনা ষ্টুঃ** (৮।৪।৪১)

স্-কার ও ত-বর্গের সঙ্গে ষ্-কার ও ট-বর্গের যোগ হলে যথাক্রমে ষ্-কার ও ট-বর্গ হয়। যেমন, রামস্ + টীকতে = রামষ্ টীকতে, তদ্ + টীকা = তট্টীকা, চক্রিন্ + ঢৌকসে = চক্রিণ্ ঢৌকসে। ধনুঃ + টঙ্কারঃ = ধনুষ্টঙ্কারঃ। ভীতঃ + টলতি = ভীতষ্টলতি।

রামঃ + ষষ্ঠঃ > রামস্ ষষ্ঠ > রামষ্ষষ্ঠঃ। নরঃ + টীকা > নরস্ টীকা > নরষ্টীকা। রামঃ + ঠক্কুরঃ > রামস্ ঠক্কুরঃ > রামষ্ঠক্কুরঃ। রামঃ + ডিত্থম্ > রামস্ ডিত্থম্ > রামষ্ ডিত্থম্। রামঃ + ঢৌকতে > রামস্ ঢৌকতে > রামষ্ ঢৌকতে। রামঃ + ণত্বম্ > রামস্ ণত্বম্ > রামষ্ ণত্বম্। তৎ + টংকারঃ > তট্ টংকারঃ। তৎ + ডাহ্কঃ > তড্ ডাহ্কঃ। উদ্ + ডীনঃ > উড্ডীনঃ। তদ্ + ঢৌকতে > তড্ ঢৌকতে। মহান্ + ডামরঃ > মহাণ্ ডামরঃ। ষষ্ + থঃ > ষষ্ঠঃ। সৃষ্ + তঃ > সৃষ্টঃ।

● এই সূত্রে বলা হয়েছে—১. স্ এর পর ষ্ থাকলে স্ স্থানে ষ্ হয়।
২. স্ এর পর ট-বর্গ থাকলে স্ স্থানে ষ্ হয়।
৩. ষ্ এর পর ত্ থাকলে ত্ স্থানে ট্ হয়।
৪. ষ্ এর পর থ্ থাকলে থ্ স্থানে ঠ্ হয়।
৫. ত্ বা দ্ এর পর ড্ বা ঢ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে ড্ হয়।
৬. ন্ এর পর ড্ বা ঢ্ থাকলে ন্ স্থানে ণ্ হয়।

১২.৩.৪ **ন পদান্তাট্টোরনাম্** (ন পদ-অন্তাৎ টোরনাম্) (৮।৪।৪২)

পদের অন্তে স্থিত ট-বর্গের পর স্-কার এবং ত-বর্গ থাকলে স্-কার এবং ত-বর্গের স্থানে ট-বর্গ হবে না। যেমন,

ষট্ + সন্তঃ = ষট্ সন্তঃ, ষট্ + তে = ষট্ তে।

● ট-বর্গের পর না-হলে ট-বর্গ হবে। সর্পিস্ + তমম্ = সর্পিষ্টমম্।

১২.৩.৫ **অনাম্নবতি-নগরীণামিতি বাচ্যম্** (বার্তিক)। (অ-নাম্-নবতি-নগরীণাম্ ইতি বাচ্যম্)

নাম্, নবতি ও নগরী এই তিনটি ক্ষেত্রে স্-কার স্থানে ষ্-কার এবং ত-বর্গের স্থানে ট্-বর্গ হবে। যেমন, ষট্ + নাম্ = ষণ্ণাম্, ষট্ + নবতিঃ = ষণ্ণবতিঃ।

(ষষ্ + নাম্ > ষড্ + নাম্ > ষণ্ + নাম্ > ষণ্ + ণাম্ > ষণ্ণাম্)

১২.৩.৬ **ঝলাং জশোঽন্তে** (ঝলাম্ জশঃ অন্তে) (৮।২।৩৯)

পদের অন্তস্থিত ঝল্ বর্ণের স্থানে জশ্ বর্ণ হয়। অর্থাৎ

স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ অথবা য্ র্ ল্ ব্ হ্ যদি পরে থাকে তবে পদের অন্তে স্থিত বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে সেই সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়, অর্থাৎ ক্ স্থানে গ্, চ্ স্থানে জ্, ট্ স্থানে ড্, ত্ স্থানে দ্ এবং প্ স্থানে ব্ হয়। যেমন,

দিক্ + অন্তঃ = দিগন্তঃ। বাক্ + ঈশঃ = বাগীশঃ। দিক্ + গজঃ = দিগ্গজঃ। বাক্ +

Scanned by CamScanner

জালম্ = বাগ্‌জালম্। বাক্ + হরিঃ = বাগ্‌হরি (অন্য সূত্রে [৫.৩.১১.] বাগ্‌ঘরিঃ)। জগৎ + ঈশঃ= জগদীশঃ। সৎ + গতিঃ = সদ্‌গতিঃ। অচ্ + অন্তঃ = অজন্তঃ। সম্রাট্ + আগতঃ = সম্রাডাগতঃ। সম্রাট্ + বদতি = সম্রাড্‌বদতি। অপ্ + ইতি = অবিতি। বাক্ + ইন্দ্রিয়ম্ = বাগিন্দ্রিয়ম্। ত্বক্ + আসনম্ = ত্বগাসনম্। সম্যক্ + এব = সম্যগেব। বাক্ + দানম্ = বাগ্‌দানম্। বাক্ + ঝংকারঃ = বাগ্‌ঝংকারঃ। বাক্ + রোধঃ = বাগ্রোধঃ। দিক্ + ভ্রষ্টঃ = দিগ্‌ভ্রষ্টঃ। দিক্ + ভ্রান্তঃ = দিগ্‌ভ্রান্তঃ। অচ্ + গানম্ = অজ্‌গানম্। অচ্ + ঘটঃ = অজ্‌ঘটঃ। অচ্ + দর্শনম্ = অজ্‌দর্শনম্। অচ্ + লভতে = অজ্‌লভতে। সম্রাট্ + অত্র = সম্রাডত্র। সম্রাট্ + ইতি = সম্রাডিতি। সম্রাট্ + বদেৎ = সম্রাড্‌বদেৎ। সম্রাট্ + আহ = সম্রাডাহ। সম্রাট + ঐচ্ছৎ = সম্রাডৈচ্ছৎ। সম্রাট্ + ভাষতে = সম্রাড্‌ভাষতে। সম্রাট্ + মন্যতে = সম্রাড্‌মন্যতে। তৎ + আহ = তদাহ। তৎ + এব = তদেব। ভগবৎ + গীতা = ভগবদ্‌গীতা। শাপাৎ + অবতীর্য = শাপাদবতীর্য। দেশাৎ + উৎখাতঃ = দেশাদুৎখাতঃ। চিৎ + আনন্দঃ = চিদানন্দঃ। মহৎ + বাহুঃ = মহদ্বাহুঃ। মহৎ + ভয়ম্ = মহদ্ভয়ম্। অপ্ + গ্রহণম্ = অব্‌গ্রহণম্। তমপ্ + গ্রহণম্ = তমব্‌গ্রহণম্। অপ্ + ঘটঃ = অব্‌ঘটঃ। শপ্ + আদেশঃ = শবাদেশঃ। অপ্ + জ = অব্জ। কথ্ + ধাতুঃ = কদ্‌ধাতুঃ। রুধ্ + ধাতুঃ = রুদ্ধাতুঃ।

• এই সূত্রে বলা হয়েছে—

১. **স্বরবর্ণ** পরে থাকলে **বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে** সেই বর্গেরই **তৃতীয় বর্ণ** হয় (ক্ > গ্, চ্ > জ্, ট্ > ড্, ত্ > দ্, প্ > ব্)।

২. বর্গের **তৃতীয়** বা **চতুর্থ বর্ণ** পরে থাকলে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে সেই বর্গেরই **তৃতীয় বর্ণ** হয়।

৩. **য্ ব্ র্ ল্ হ্** পরে থাকলে **বর্গের প্রথম বর্ণ** স্থানে সেই বর্গেরই **তৃতীয় বর্ণ** হয়।

১২.৩.৭ **যরোঽনুনাসিকেঽনুনাসিকো বা** (যরঃ অনুনাসিকে অনুনাসিকঃ বা) (৮। ৪। ৪৫)

অনুনাসিক বর্ণ পরে থাকলে পদের অন্তে স্থিত যর্ অর্থাৎ হ্-বাদে ব্যঞ্জন বর্ণ বিকল্পে অনুনাসিক হয়। যেমন, এতদ্ + মুরারিঃ = এতন্মুরারিঃ (অন্য সূত্রে *এতদ্ মুরারিঃ*)।

১২.৩.৮ **প্রত্যয়ে ভাষায়াং নিত্যম্** (বার্তিক)

যদি প্রত্যয়সম্বন্ধীয় অনুনাসিক বর্ণ পরে থাকে লৌকিক প্রয়োগে সর্বদাই অনুনাসিক হয়।

তৎ + মাত্রম্ = তন্মাত্রম্ চিৎ + মাত্রম্ = চিন্মাত্রম্

তৎ + ময়ম্ = তন্ময়ম্ চিৎ + ময়ঃ = চিন্ময়ঃ।

১২.৩.৯ **তোর্লিঃ** (তোঃ লিঃ) (৮। ৪। ৬০)

ল-কার পরে থাকলে ত-বর্গের স্থানে 'ল্' হয়। যেমন,

তৎ + লয়ঃ = তল্লয়ঃ। বিদ্বান্ + লিখতি = বিদ্বাঁল্লিখতি। মহান্ + লাভঃ = মহাঁল্লাভঃ।

• **'নস্যানুনাসিকো লঃ'** (বার্তিক) ল পরে থাকলে ন্ স্থানে ল্ হয় এবং ন্-এর পূর্ববর্ণ অনুনাসিক হয়।

Scanned by CamScanner

১২.৩.১০ **উদঃ স্থাস্তম্ভোঃ পূর্বস্য** (৮।৪।৬১)

উদ্ (উৎ) উপসর্গের পরে স্থিত √স্থা ও √স্তম্ভ্-ধাতুর স্-কারের লোপ হয়। এই লোপ বৈকল্পিক। লোপ না-হলে স্ স্থানে থ্ হয়। যেমন,

উৎ + স্থানম্ = উৎ থানম্ = উত্থানম্ (এখানে স্ লোপ হল)

উৎ + স্থানম্ = উৎ থ্ থা নম্ (এখানে লোপ না হয়ে স্ স্থানে থ্ হল)।

১২.৩.১১ **ঝয়ো হোঽন্যতরস্যাম্** (ঝয়ঃ হঃ অন্যতরস্যাম্) (৮।৪।৬২)

ঝয়্-এর পরস্থিত হ্-কার স্থানে বিকল্পে পূর্ব-সবর্ণ হয়। অর্থাৎ

বর্গের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ণের পর 'হ' থাকলে, সেই 'হ'-স্থানে পূর্ববর্তী বর্ণ যে বর্গের সেই বর্গের ৪র্থ বর্ণ হয় বিকল্পে। 'অন্যতরস্যাম্' কথাটির অর্থ 'বিকল্পে'। যেমন,

বাক্ + হরিঃ = বাগ্ঘরিঃ (পক্ষে বাগ্হরিঃ)। অচ্ + হলৌ = অজ্ঝলৌ (পক্ষে অজ্হলৌ)। বিপদ্ + হেতুঃ = বিপদ্ধেতুঃ (পক্ষে বিপদ্ হেতুঃ)। তৎ + হিতম্ = তদ্ধিতম্ (পক্ষে তদ্হিতম্)। অচ্ + হেতুঃ = অজ্ঝেতুঃ (পক্ষে অজ্ হেতুঃ)। সম্রাট + হরতি = সম্রাড্ ঢরতি (পক্ষে সম্রাড্ হরতি)। উৎ + হারঃ = উদ্ধারঃ (পক্ষে উদ্হারঃ)। অপ্ + হরণম্ = অব্ভরণম্ (পক্ষে অব্হরণম্)।

● এই সূত্রে দেখা যাচ্ছে—

১. **বর্গের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ণের** পর হ্ থাকলে হ্ স্থানে পূর্বে যে বর্গের বর্ণ থাকে সেই বর্গের **চতুর্থ বর্ণ** হয়।

২. একই সঙ্গে '**ঝলাং জশোঽন্তে**' সূত্র অনুসারে পূর্ববর্তী বর্ণস্থানে সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়।

১২.৩.১২ **শশ্ছোঽটি** (শঃ ছঃ অটি) (৮।৪।৬৩)

অট্ পরে থাকলে ঝয়্-এর পরস্থিত শ্-স্থানে বিকল্পে 'ছ্' হয়।

অর্থাৎ পদের অন্তে স্থিত বর্গের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ বর্ণের পর যদি শ্-কার থাকে এবং এই শ্-কারের পর স্বরবর্ণ কিংবা হ্ য্ ব্ র্ থাকে, তবে শ্-স্থানে বিকল্পে ছ্ হয়। যেমন,

তদ্ + শিবঃ > তচ্ শিবঃ [স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ] = তচ্ছিবঃ (পক্ষে তচ্শিবঃ)।

১২.৩.১৩ **খরি চ** (৮।৪।৫৫)

খর্ পরে থাকলে ঝল্ এর স্থানে চর্ হয়। অর্থাৎ

বর্গের ১ম ও ২য় বর্ণ এবং শ্ ষ্ স্ (খর্) পরে থাকলে, পূর্ববর্তী ঝল্ অর্থাৎ সেই বর্গের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ বর্ণ এবং শ্ ষ্ স্ হ্ স্থানে চর্ অর্থাৎ বর্গের ১ম বর্ণ হয়। যেমন,

তদ্ + শিবঃ > তজ্ + শিবঃ > তচ্ শিবঃ

১২.৩.১৪ **মোঽনুস্বারঃ** (মঃ অনুস্বারঃ) (৮।৩।২৩)

হল্ পরে থাকলে পদের অন্তঃস্থিত ম্-স্থানে 'ং' হয়। যেমন,

দুঃখম্ + সহতে = দুঃখং সহতে। নরম্ + বদতু = নরং বদতু।

Scanned by CamScanner

১২.৩.১৫ **নশ্চাপদান্তস্য ঝলি** (নঃ চ অ-পদ-অন্তস্য ঝলি) (৮।৩।২৪)

ঝল্ পরে থাকলে অপদান্ত (অর্থাৎ পদমধ্যস্থ) ন্ ও ম্ স্থানে ং হয়।

অর্থাৎ বর্গের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ বর্ণ এবং শ্ ষ্ স্ হ্ পরে থাকলে পদমধ্যস্থিত ন্ ও ম্ স্থানে ং হয়। যেমন, যশান্ + সি = যশাংসি, দন্ + শনম্ = দংশনম্, আক্রম্ + স্যতে= আক্রংস্যতে।

১২.৩.১৬ **অনুস্বারস্য যয়ি পরসবর্ণঃ** (৮।৪।৫৮)

যয্ পরে থাকলে ং স্থানে পরসবর্ণ হয়। পূর্বসূত্র থেকে 'অপদান্তস্য' অনুবৃত্ত। অর্থাৎ

- শ্ ষ্ স্ হ্ ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে, পদমধ্যস্থ (অপদান্ত) ং-এর স্থানে পরে যে বর্গের বর্ণ আছে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যেমন,

অন্ + কিতঃ > অংকিতঃ > অঙ্কিতঃ (অঙ্কিতঃ)।

শাম্ + তঃ > শাং তঃ > শান্ত (শান্তঃ)।

- প্রথমে **নশ্চাপদান্তস্য ঝলি** সূত্রে ং হল এবং তারপর বর্তমান সূত্র প্রযুক্ত হল।

১২.৩.১৭ **বা পদান্তস্য** (৮।৪।৫৯)

যয্ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত অনুস্বার-স্থানে বিকল্পে পরসবর্ণ হয়। অর্থাৎ

শ্ ষ্ স্ হ্ ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে,পদান্তে স্থিত অনুস্বারের স্থানে বিকল্পে পরে যে বর্গের বর্ণ আছে, সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যেমন,

ত্বম্ + করোষি = ত্বং করোষি/ত্বঙ্করোষি।

দ্রুতম্ + চলতি = দ্রুতং চলতি/দ্রুতঞ্চলতি।

- প্রথমে '**মোঽনুস্বারঃ**' সূত্র অনুসারে ং হল এবং তারপর '**বা পদান্তস্য**' সূত্র প্রযুক্ত হল।

১২.৩.১৮ **মো রাজি সমঃ ক্বৌ** (৮।৩।২৫)

ক্বিপ্-প্রত্যয়ান্ত √রাজ্-ধাতু পরে থাকলে সম্ শব্দের ম্ স্থানে ং হয় না। যেমন,

সম্ + রাজ্ = সম্রাজ্।

১২.৩.১৯ **শি তুক্** (৮।৩।৩১)

পদের অন্তে স্থিত ন্-কারের পর যদি শ্ থাকে, তবে ন্-স্থানে ঞ্ হয় এবং শ্-স্থানে বিকল্পে ছ্ হয়। যেমন,

সন্ + শম্ভুঃ = সঞ্ শম্ভুঃ/সঞ্ চ্ছম্ভুঃ > সঞ্ছম্ভুঃ।

১২.৩.২০ **ঙমো হ্রস্বাদচি ঙমুণ্ নিত্যম্** (ঙমঃ হ্রস্বাৎ অচি ঙমুণ্ নিত্যম্) (৮।৩।৩২)

স্বরবর্ণ পরে থাকলে পদের হ্রস্বস্বরের পরবর্তী ঙ্ ণ্ ন্ বর্ণের দ্বিত্ব হয়। যেমন,

প্রত্যঙ্ + আত্মা = প্রত্যঙ্ঙ্ আত্মা > প্রত্যঙ্ঙাত্মা।

সুগণ্ + ঈশঃ = সুগণ্ ণ্ ঈশঃ > সুগণ্ণীশঃ।

সন্ + অচ্যুতঃ = সন্ ন্ অচ্যুতঃ > সন্নচ্যুতঃ।

- **কিন্তু ঙ্ ণ্ ন্-এর আগে দীর্ঘস্বর থাকলে এই বর্ণগুলির দ্বিত্ব হয় না।** যেমন,

কবীন্ + আহূয় = কবীনাহূয়। মহান্ + আগচ্ছতি = মহানাগচ্ছতি।

Scanned by CamScanner

১২.৩.২১ **সংপুংকানাং সো বক্তব্যঃ** (বার্তিক) (সম্-পুম্-কানাম্ সঃ বক্তব্যঃ)

সম্, পুম্ ও কান্-এর ম্ ও.ন্ স্থানে বিসর্গ আসে; সেই ঃ-স্থানে স্ হয়।

সম্ + কৃতঃ = সংস্কৃতঃ। সম্ + কর্তা = সংস্কর্তা। পুম্ + কোকিলঃ = পুংস্কোকিলঃ। পুম্ + চকোরঃ = পুংশ্চকোরঃ। কান্ + কান্ = কাংস্কান্। সম্ + কারঃ = সংস্কারঃ। পুম্ + চাতকঃ = পুংশ্চাতকঃ।

• এই সূত্রের সঙ্গে **'সমসুটি'** এবং **'পুমঃ খয্যম্ পরে'**—সূত্রের যোগ আছে। এই দুই সূত্র অনুসারে—

(১) সম্-এর পরে √কৃ-ধাতু বা √কৃ-ধাতু নিষ্পন্ন পদ থাকতে হবে।

(২) পুম্-এর পরে বর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ থাকতে হবে এবং এক্ষেত্রে ঃ-স্থানে শ্ বা স্ হবে।

উপরের উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

১২.৩.২২ **পুমঃ খয্যম্পরে** (পুমঃ খয়ি অম্-পরে) (৮।৩।৬)

পুম্ শব্দের পরে যদি খয় (বর্গের ১ম ও ২য় বর্ণ) থাকে এবং খয়্-বর্ণের পরে যদি স্বরবর্ণ, হ্ য্ ব্ র্ ল্, ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্ থাকে তবে 'পুম্'-এর ম্-স্থানে (রু > র্ >ঁর্ >ঁঃ >)ঁস্ হয়। অনুনাসিক না-হলে (রু > ং র্ > ং ঃ >) ং স্ হয়। যেমন,

পুম্ + কোকিলঃ > পুংস্ কোকিলঃ = পুংস্কোকিলঃ।

পুম্ + কোকিলঃ > পুঁস্ কোকিলঃ = পুঁস্কোকিলঃ।

• প্রকৃতপক্ষে ম্ স্থানে রু আসে। রু অন্যান্য সূত্রানুসারে 'ঁস্' বা 'ং স্'-এ পরিণত হয়।

পুম্ + কোকিলঃ > পুরু কোকিলঃ > পুং রু কোকিলঃ > পুং র্ কোকিলঃ > পুং ঃ কোকিলঃ > পুং স্ কোকিলঃ > পুংস্কোকিলঃ।

অন্যভাবে, পু রু কোকিলঃ > পুঁ রু কোকিলঃ > পুঁ র্ কোকিলঃ > পুঁঃ কোকিলঃ > পুঁ স্ কোকিলঃ > পুঁস্কোকিলঃ।

১২.৩.২৩ **নশ্ছব্যপ্রশান্** (নঃ ছবি অ-প্রশান্) (৮।৩।৭)

ছব্ (চ্ ছ্ ট্ ঠ্ ত্ থ্) পরে থাকলে পদের অন্তে স্থিত ন্ স্থানে ং হয়। পরবর্তী চ্ স্থানে শ্চ্, ছ্ স্থানে শ্ছ্, ট্ স্থানে ষ্ট্, ঠ্ স্থানে ষ্ঠ্, ত্ স্থানে স্ত, থ্ স্থানে স্থ হয়। যেমন,

ধাবন্ + চলতি = ধাবংশ্চলতি।	পতন্ + তরুঃ = পতংস্তরুঃ।
পঠন্ + চলতি = পঠংশ্চলতি।	মহান্ + তরুঃ = মহাংস্তরুঃ।
হসন্ + চলতি = হসংশ্চলতি।	তান্ + তান্ = তাংস্তান্।
পশ্যন্ + চকিতঃ = পশ্যংশ্চকিতঃ।	হসন্ + তিষ্ঠতি = হসংস্তিষ্ঠতি।
ধাবন্ + ছাগঃ = ধাবংশ্ছাগঃ।	প্রাণান্ + তত্যাজ = প্রাণাংস্তত্যাজ।
পশ্যন্ + চলতি = পশ্যংশ্চলতি।	মহান্ + টঙ্কারঃ = মহাংষ্টঙ্কারঃ।
চক্রিন্ + ত্রায়স্ব = চক্রিংস্ত্রায়স্ব।	পতন্ + তালঃ = পতংস্তালঃ।

• (১) বিকল্পে ন্ স্থানে চন্দ্রবিন্দু হয়।

ধাবন্ + চলতি = ধাবঁশ্চলতি/ধাবংশ্চলতি।

Scanned by CamScanner

• (২) প্রশান্ শব্দের ন্ স্থানে ং হয় না।
প্রশান্ + তনোতি = প্রশান্তনোতি।
• (৩) পদান্ত স্থিত ন্ না হলে হবে না।
হন্ + তি = হন্তি (এখানে ধাতুর শেষে ন্)।

১২.৩.২৪. **ছে চ** (৬।১।৭৩)
ছ পরে থাকলে স্বরবর্ণের পর চ্-আগম হয় এবং চ্ ও ছ্ মিলে চ্ছ্ হয়। যেমন,
বৃক্ষ + ছায়া = বৃক্ষচ্ছায়া। বট + ছায়া = বটচ্ছায়া।
বি + ছেদঃ = বিচ্ছেদ। অব + ছেদঃ = অবচ্ছেদঃ।
পরি + ছদঃ = পরিচ্ছদঃ। বি + ছিন্নম্ = বিচ্ছিন্নম্।
আ + ছাদনম্ = আচ্ছাদনম্। লক্ষ্মী + ছায়া = লক্ষ্মীচ্ছায়া।

১২.৩.২৫ **অচো রহাভ্যাং দ্বে** (অচঃ র-হাভ্যাম্ দ্বে) (৮।৪।৪৬)
স্বরবর্ণের পরস্থিত র্ ও হ্-এর পরে হ-ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়। যেমন,
মূর্খঃ/মূর্খ্খঃ, দর্পঃ/দর্প্পঃ, কর্মঃ/কর্ম্মঃ, ব্রহ্মা/ব্রহ্ম্মা।

১২.৩.২৬ **অনচি চ** (অন্-অচি চ) (৮।৪।৪৭)
স্বরবর্ণের পরস্থিত ও ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বস্থিত (অর্থাৎ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যবর্তী) হ-ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়। যেমন,
দধ্যত্র (দ্ অ ধ্ য্ ত্র) / দদ্ধ্যত্র (দ্ অ দ্ ধ্ য্ ত্র)।
দ্ ও ধ্ সবর্ণ। এরকম—
উদ্যমঃ/উদ্দ্যমঃ, মধ্বরিঃ/মদ্ধ্বরিঃ, যুধ্যতে/যুদ্ধ্যতে, পুত্রঃ/পুত্ত্রঃ।

১২.৩.২৭ **শরোঽচি** (শরঃ অচি) (৮।৪।৪৯)
স্বরবর্ণ পরে থাকলে শ্ ষ্ স্-এর দ্বিত্ব হয় না। যেমন, আদর্শঃ, স্পর্শঃ, প্রকর্ষঃ।

১২.৩.২৮ **সংক্ষেপে ব্যঞ্জনসন্ধি**

১. ৎ কিংবা দ্ + চ্ কিংবা ছ্ = ৎ কিংবা দ্-স্থানে চ্
২. ৎ কিংবা দ্ + জ্ কিংবা ঝ্ = ৎ কিংবা দ্-স্থানে জ্
৩. ৎ কিংবা দ্ + শ্ = ৎ কিংবা দ্-স্থানে চ্ এবং শ্-স্থানে ছ্
৪. ৎ কিংবা দ্ + হ্ = ৎ কিংবা দ্-স্থানে দ্ এবং হ্-স্থানে ধ্
৫. ৎ কিংবা দ্ + ল্ = ৎ কিংবা দ্-স্থানে ল্
৬. ন্ + জ্ কিংবা ঝ্ = ন্-স্থানে ঞ্
৭. ষ্ + ত্ কিংবা থ্ = ত্-স্থানে ট্, থ্-স্থানে ঠ্
৮. ন্ + ল্ = ন্-স্থানে ল্ এবং পূর্বস্বরে চন্দ্রবিন্দু
৯. পদ মধ্যস্থিত ন্ + বর্গীয় বর্ণ = ন্-স্থানে সম-বর্গীয় ৫ম বর্ণ
১০. ম্ + বর্গীয় বর্ণ = ম্-স্থানে সমবর্গীয় ৫ম বর্ণ।
১১. ম্ + ব্যঞ্জন বর্ণ = ম্-স্থানে ং
১২. স্বরবর্ণ + ছ্ = স্বরবর্ণের পরে চ্ আগম

Scanned by CamScanner

১৩. পদান্ত ক্ + স্বরবর্ণ / বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ/অন্তঃস্থ বর্ণ / হ্ = ক্-স্থানে গ্
১৪. পদান্ত ৎ + স্বরবর্ণ / গ্ / ঘ্ / দ্ / ধ্ / ব্ / ভ্ / য্ / র্ / ব্ = ৎ-স্থানে দ্
১৫. পদান্ত চ্ + স্বরবর্ণ/বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ/অন্তঃস্থ বর্ণ / হ্ = চ্-স্থানে জ্
১৬. (পদান্ত) বর্গের প্রথম বর্ণ + ন্ / ম্ = সম-বর্গীয় ৩য় বা ৫ম বর্ণ
১৭. সম্ + √কৃ-ধাতু নিষ্পন্ন পদ = ম্ স্থানে ং এবং মৃ-এর পরে স্ আগম
১৮. পরি + √কৃ-ধাতু নিষ্পন্ন পদ = পরি-র পর য্ আগম
১৯. উৎ + √স্থা-ধাতুর 'স্থ' = স্থ-এর স্ লোপ হয়ে থ-কার
২০. হ্রস্বস্বরের পরবর্তী পদান্ত ন্ + স্বরবর্ণ = ন্-এর দ্বিত্ব
২১. দীর্ঘস্বরের পরবর্তী পদান্ত ন্ + স্বরবর্ণ = ন্ + স্বরবর্ণ।

১২.৪ বিসর্গসন্ধি

পূর্বপদে বা পূর্বাংশে বিসর্গ, র্, স্ এবং পরে স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে যে সন্ধি তার নাম বিসর্গ সন্ধি। বিসর্গ দু'রকম—র্-জাত বিসর্গ এবং স্-জাত বিসর্গ। র্-স্থানে যে বিসর্গ হয় তার নাম **র্-জাত বিসর্গ** এবং স্-স্থানে যে বিসর্গ হয় তার নাম **স্-জাত বিসর্গ**।

বিসর্গসন্ধির নিয়ম বেশ জটিল। অনেক সূত্র একসঙ্গে পর পর প্রযুক্ত হয়ে সন্ধি পূর্ণতা পায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইঙ্গিত দেওয়া হল। জটিলতা পরিহার করে যথাসম্ভব সহজে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করা হল।

১২.৪.১ বিসর্জনীয়স্য সঃ (৮।৩।৩৪)

খর্ পরে থাকলে ঃ(বিসর্গ) স্থানে স্ হয়। খর্-প্রত্যাহারে বর্ণগুলি হল খ্ ফ্ ছ্ ঠ্ থ্ চ্ ট্ ত্ ক্ প্ শ্ ষ্ স্ অর্থাৎ বর্গের ১ম ও ২য় বর্ণগুলি এবং শ্ ষ্ ও স্।

প্রয়োগ—

উন্নতঃ + তরুঃ > উন্নত স্ তরুঃ > উন্নতস্তরুঃ
নদ্যাঃ + তীরে > নদ্যা স্ তীরে > নদ্যাস্তীরে

এটি সাধারণ নিয়ম। পরবর্তী সূত্রানুসারে এর ব্যতিক্রম অনেক।

১২.৪.২ বা শরি (৮।৩।৩৬)

শর্ (অর্থাৎ শ্ ষ্ স্) পরে থাকলে বিকল্পে বিসর্গ স্থানে বিসর্গই থেকে যায়। পক্ষে **'স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ'** (৮।৪।৪০) সূত্রে বিসর্গ স্থানে শ্ ষ্ স্ হবে। যেমন,

সুপ্তঃ + শিশুঃ = সুপ্তশ্শিশুঃ/সুপ্তঃ শিশুঃ
নমঃ + শিবায় = নমশ্শিবায়/নমঃ শিবায়
মত্তঃ + সর্পঃ = মত্তস্সর্পঃ/মত্তঃ সর্পঃ
প্রথমঃ + সর্গঃ = প্রথমস্সর্গঃ/প্রথমঃ সর্গঃ
মত্তঃ + ষণ্ডঃ = মত্তষ্ষণ্ডঃ/মত্তঃ ষণ্ডঃ
সাধোঃ + সঙ্গঃ = সাধোঃ সঙ্গঃ/সাধোস্সঙ্গঃ।

Scanned by CamScanner

১২.৪.৩ **নমস্-পুরসোর্গত্যোঃ** (নমস্-পুরসোঃ গত্যোঃ) (৮।৩।৪০)

গতি-সংজ্ঞক নমস্ ও পুরস্ শব্দের বিসর্গ স্থানে স্ হয়। যেমন,

নমঃ + করোতি = নমস্করোতি। নমঃ + কারঃ = নমস্কারঃ।

নমঃ + কর্তুম্ = নমস্কর্তুম্। পুরঃ + করোতি = পুরস্করোতি।

পুরঃ + কারঃ = পুরস্কারঃ। পুরঃ + কর্তুম্ = পুরস্কর্তুম্।

২০টি উপসর্গ এবং কয়েকটি অব্যয়পদকে 'গতি' বলা হয়। দ্র. গতি তৎপুরুষ সমাস ৯.৩.১২

১২.৪.৪ **ইদুদুপধস্য চাপ্রত্যয়স্য** (ইৎ-উৎ-উপধস্য চ অ-প্রত্যয়স্য) (৮।৩।৪১)

নির্ দুর্ বহিস্ আবিস্ প্রাদুস্ ও চতুর্ শব্দের (নিঃ দুঃ বহিঃ আবিঃ প্রাদুঃ চতুঃ শব্দের) বিসর্গ স্থানে স্ হয় যদি ক্ খ্ প্ ফ্ পরে থাকে। 'অপ্রত্যয়স্য' অর্থ এই বিসর্গ প্রত্যয়জাত হলে এই নিয়ম খাটবে না। ষত্ব-বিধানের নিয়মে স্ = ষ্ হয়ে যায়। যেমন—

নিঃ + ক্রিয়ঃ = নিষ্ক্রিয়ঃ। দুঃ + করম্ = দুষ্করম্।

আবিঃ + কারঃ = আবিষ্কারঃ। প্রাদুঃ + কৃতম্ = প্রাদুষ্কৃতম্।

চতুঃ + কোণঃ = চতুষ্কোণঃ। বহিঃ + কারঃ = বহিষ্কারঃ।

চতুঃ + পন্থানঃ = চতুষ্পন্থানঃ। নিঃ + ফলম্ = নিষ্ফলম্।

১২.৪.৫ **তিরসোঽন্যতরস্যাম্** (তিরসঃ অন্যতরস্যাম্) (৮।৩।৪২)

পরে ক্ খ্ প্ ফ্ থাকলে গতিসংজ্ঞক তিরস্ (তিরঃ) শব্দের বিসর্গ স্থানে বিকল্পে স্ হয়। যেমন—

তিরঃ + কারঃ = তিরস্কারঃ/তিরঃ কারঃ। তিরঃ + কর্তুম্ = তিরস্কর্তুম্/তিরঃ কর্তুম্।

১২.৪.৬ **ইসুসোঃ সামর্থ্যে** (ইস্-উসোঃ সামর্থ্যে) (৮।৩।৪৪)

নিত্যং সমাসেঽনুত্তরপদস্থস্য (নিত্যম্ সমাসে অনুত্তর-পদস্থস্য) (৮।৩।৪৫)

ক্ খ্ প্ ফ্ পরে থাকলে ইস্ ও উস্-ভাগান্ত শব্দের (জ্যোতিস্, সর্পিস্, ধনুষ্, যজুস্ ইত্যাদি) ঃ-স্থানে সমাসে সর্বদা (নিত্য) এবং অন্যত্র বিকল্পে স্ হয়। ষত্ব বিধানের নিয়মে স্ > ষ্ হয়। **অন্বয় না-থাকলে এই সূত্র খাটে না।**

আয়ুঃ + কৃতম্ = আয়ুষ্কৃতম্। ধনুঃ + কাণ্ডম্ = ধনুষ্কাণ্ডম্। হবিঃ + পিবতি = হবিষ্পিবতি/হবিঃ পিবতি। ধনুঃ করোতি = ধনুষ্করোতি/ধনুঃ করোতি।

১২.৪.৭ **অতঃ কৃ-কমি-কংস-কুম্ভ-পাত্র-কুশা-কর্ণীষ্বনব্যয়স্য** (..কর্ণীষু অনব্যয়স্য) (৮।৩।৪৬)

সমাসে √কৃ, √কমি ধাতুদ্বয়, কংস, কুম্ভ, পাত্র, কুশা ও কর্ণি শব্দগুলি পরে থাকলে অ-কারের পরবর্তী অনব্যয় (অব্যয় নয় এমন) বিসর্গ স্থানে সর্বদাই স্ হয়। যেমন,

• কিন্তু, অয়ঃ + কংসঃ = অয়স্কংসঃ। অয়ঃ + কুম্ভঃ = অয়স্কুম্ভঃ। যশঃ + করঃ = যশস্করঃ।

পুনঃ + করোতি = পুনঃ করোতি (অব্যয়ের বিসর্গ স্থানে স্ হবে না)।

১২.৪.৮ **কস্কাদিষু চ** (কস্ক-আদিষু চ) (৮।৩।৪৮)

কস্কঃ (কঃ + কঃ), যশঃ, মেদঃ, ভাঃ, সদ্যঃ, গীঃ, স্বঃ, ভ্রাতুঃ, হরিঃ, সর্পিঃ, যজুঃ প্রভৃতি শব্দে বিসর্গ স্থানে স্ হয়। যেমন,

কঃ + কঃ = কস্কঃ (শৃণোতি), যশঃ + কামনা = যশস্কামনা, মেদঃ + পিণ্ডম্ = মেদস্পিণ্ডম্,

Scanned by CamScanner

ভাঃ + করঃ = ভাস্করঃ, সদ্যঃ + করোতি = সদ্যস্করোতি, গীঃ + পতিঃ = গীষ্পতিঃ, স্বঃ + পতিঃ = স্বষ্পতিঃ, ভ্রাতুঃ + পুত্রঃ = ভ্রাতুষ্পুত্রঃ, হরিঃ + চন্দ্রঃ = হরিশ্চন্দ্রঃ, যজুঃ + পাঠঃ = যজুষ্পাঠঃ।

১২.৪.৯ **সসজুষো রুঃ** (স-সজুষোঃ রুঃ) (৮। ২। ৬৬)

পদের অন্তে স্থিত স্(ঃ)ও সজুষ্ শব্দ স্থানে রু হয়। রু-স্থানে র্ হয়। যেমন,

শিবস্ + অর্চ্যঃ

= শিব রু অর্চ্যঃ—সসজুষো রুঃ

= শিব র্ অর্চ্যঃ—উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ

= শিব উ অর্চ্যঃ—অতো রোরপ্লুতাদপ্লুতে

= শিবো অর্চ্যঃ—আদ্‌গুণঃ

- যদি অ আ-ভিন্ন স্বরবর্ণের পর বিসর্গ থাকে এবং তারপর স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ অথবা য্ র্ ল্ ব্ হ্ থাকে, তাহলে বিসর্গ স্থানে র্ হয়।

স্বরবর্ণ পরে থাকলে সেই স্বরবর্ণ র্-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন—

কবিঃ + অত্র = কবিরত্র।	মুনিঃ + আগতঃ = মুনিরাগতঃ।
মতিঃ + ইয়ম্ = মতিরিয়ম্।	মাতুঃ + ইচ্ছা = মাতুরিচ্ছা।
লক্ষ্মীঃ + এব = লক্ষ্মীরেব।	সাধুঃ + এবম্ = সাধুরেবম্।
বধূঃ + এষা = বধূরেষা।	গৌঃ + ইতি = গৌরিতি।
গুরোঃ + আদেশঃ = গুরোরাদেশঃ।	তৈঃ + অত্র = তৈরত্র।
মুনিঃ + উবাচ = মুনিরুবাচ।	

- ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে র্ রেফ্ হয়ে পরবর্তী ব্যঞ্জনের মাথায় বসে।

কবিঃ + বদতি = কবির্বদতি।	হবিঃ + দদাতি = হবির্দদাতি।
পিতুঃ + গৃহম্ = পিতুর্গৃহম্।	দুঃ + নীতিঃ = দুর্নীতিঃ।
বায়ুঃ + বাতি = বায়ুর্বাতি।	লৌকৈঃ + হাস্যমানাঃ = লোকৈর্হাস্যমানাঃ।
গ্রামীণৈঃ + নিমন্ত্রিতাঃ = গ্রামীণৈর্নিমন্ত্রিতাঃ।	

১২.৪.১০ **অতো রোরপ্লুতাদপ্লুতে** (অতঃ রোঃ অপ্লুতাৎ অপ্লুতেঃ) (৬। ১। ১১৩)

অপ্লুত অ-কার পরে থাকলে অপ্লুত অ-কারের পরস্থিত রু-স্থানে উ হয়।

শিব রু অর্চ্যঃ > শিব উ অর্চ্যঃ > শিবোঽর্চ্যঃ এই অবস্থায় 'আদ্‌গুণঃ' সূত্রানুসারে অ ও উ মিলে ও হবে এবং ও পূর্ববর্ণে যুক্ত হবে। পরের অ 'এঙঃ পদান্তাদতি' সূত্রানুসারে অবগ্রহ হবে।

- **সংক্ষেপে :** অঃ + অ-কার = পূর্ব অ-কার এবং বিসর্গ মিলে ও হয়। এই ও, অ—এরা পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের অ-কার স্থানে অবগ্রহ বা লুপ্ত অকার। যেমন,

নরঃ + অয়ম্ = নরোঽয়ম্।	ততঃ + অধুনা = ততোঽধুনা।
বেদঃ + অধীতঃ = বেদোঽধীতঃ।	অতঃ + অহম্ = অতোঽহম্।
কঃ + অর্থঃ = কোঽর্থঃ।	গুণিনঃ + অপি = গুণিনোঽপি।

Scanned by CamScanner

• **'হশি চ' এবং 'রোঽসুপি'** (রঃ অ-সুপি) **সূত্রানুসারে**

পূর্বপদে অ-এর পর র-জাত বিসর্গ থাকলেও পরে অ থাকলে ঃ-স্থানে র্ হয়। যেমন—

পুনঃ + অপি = পুনরপি। পুনঃ + অত্র = পুনরত্র। প্রাতঃ + অদ্য = প্রাতরদ্য।

১২.৪.১১ **হশি চ** (৬। ১। ১১৪)

হশ্ (অর্থাৎ হ্ য্ ব্ র্ ল্ ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্ ঝ্ ভ্ ঘ্ ঢ্ ধ্ জ্ ব্ গ্ ড্ দ্) বা হ য ব র ল ও বর্গের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বর্ণ পরে থাকলে অ-কারের পর স্থিত বিসর্গ-স্থানে উৎ হয়। উৎ-এর উ থাকে। 'আদ্ গুণঃ' সূত্রে পূর্বস্বর অ ও উ মিলে ও হয়।

শিবঃ + বন্দ্যঃ

= শিব রু বন্দ্যঃ — সসজুষোরুঃ

= শিব উৎ বন্দ্যঃ — হশি চ

= শিব উ বন্দ্যঃ — তপরস্তৎকালস্য

= শিবোবন্দ্যঃ

• **সংক্ষেপে:** অঃ + বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ অথবা য্ র্ ল্ ব্ হ্ = ঃ স্থানে ও-কার।

শ্বঃ + ভবিতা = শ্বো ভবিতা। নমঃ + নারায়ণায় = নমো নারায়ণায়।

ততঃ + হিতম্ = ততো হিতম্। অশ্বঃ + ধাবতি = অশ্বো ধাবতি।

শোভনঃ + গন্ধঃ = শোভনো গন্ধঃ। রামঃ + রাজা = রামো রাজা।

বালকঃ + বদতি = বালকো বদতি। অশোকঃ + নাম = অশোকো নাম।

নমঃ + ব্রহ্মণে = নমো ব্রহ্মণে।

• **মনে রাখতে হবে** 'হশি চ' সূত্রে রু স্থানে উ হয়। এখানে রু হয় স্-জাত বিসর্গস্থানে অর্থাৎ সু > স্ > ঃ।

• কিন্তু প্রাতঃ (প্রাতর্), পুনঃ (পুনর্) প্রভৃতি শব্দে যে বিসর্গ তা র্-জাত। এই ক্ষেত্রে সন্ধির সূত্র আলাদা। এখানে বিসর্গ স্থানে 'হশি চ' সূত্র খাটবে না। 'সসজুষো রুঃ' সূত্রে যেখানে রু হবে, সেখানে 'অতো রোরপ্লুতাদপ্লুতে', 'হশি চ' ইত্যাদি সূত্র প্রযুক্ত হবে।

• **সুতরাং,** অব্যয় পদের শেষে র্ (ঃ), সম্বোধনে ঋ-কারের গুণ হয়ে যে বিসর্গ (ভ্রাতঃ, পিতঃ) প্রভৃতি ক্ষেত্রে সন্ধির নিয়মটি এভাবে বলা যায়—

যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য্ র্ ল্ ব্ হ্ পরে থাকে, তবে অ-কারের পরস্থিত র্-জাত বিসর্গ স্থানে র্ হয়। র্-এর পরবর্তী স্বরবর্ণ র্-এর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং র্-এর পরে ব্যঞ্জন বর্ণ থাকলে র্ রেফ্ হয়ে পরবর্ণের মাথায় বসে।

পুনঃ + অপি = পুনরপি। পুনঃ + অত্র = পুনরত্র।

প্রাতঃ + অদ্য = প্রাতরদ্য। প্রাতঃ + এব = প্রাতরেব।

পুনঃ + আগতঃ = পুনরাগতঃ। ভ্রাতঃ + আগচ্ছ = ভ্রাতরাগচ্ছ।

পিতঃ + গচ্ছতু = পিতর্গচ্ছতু। মাতঃ + দেহি = মাতর্দেহি।

ভ্রাতঃ + লভস্ব = ভ্রাতর্লভস্ব। বিধাতঃ + গৃহাণ = বিধাতর্গৃহাণ।

Scanned by CamScanner

১২.৪.১২ ভো-ভগো-অঘো-অপূর্বস্য যোঽশি (... যঃ অশি) (৮।৩।১৭)

অশ্ প্রত্যাহারে বর্ণগুলি হল—স্বরবর্ণ, হ, য, ব, র, ল বর্গের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বর্ণ।

ভো, ভগো, অঘো এবং যদি আ-বর্ণের পর বিসর্গ থাকে (ঃ > রু) এবং তারপর অশ্ বর্ণ থাকে তবে ঃ (রু) স্থানে য্ আদেশ হয়। পরে 'লোপঃ শাকল্যস্য' সূত্রে য্ লোপ পায়। লোপের পর আর সন্ধি হয় না। সূত্রে 'অপূর্বস্য' অর্থ অ-এর দীর্ঘ রূপ 'আ' বুঝতে হবে।

দেবাঃ + ইহ
= দেবা রু ইহ — সসজুষো রুঃ
= দেবা য্ ইহ — ভো-ভগো ...
= দেবা ইহ — লোপঃ শাকল্যস্য।

• **সহজ কথায়**—অশ্ পরে থাকলে ভো, ভগো, অঘো এবং আ-কারের পরস্থিত বিসর্গের লোপ হয়।

অশ্বাঃ + অমী = অশ্বা অমী।
গজাঃ + হতাঃ = গজা হতাঃ।
ভোঃ + অদ্য = ভো অদ্য।
অঘোঃ + যাতু = অঘো যাতু।
ভোঃ + ইহ = ভো ইহ।
অশ্বাঃ + ধাবন্তি = অশ্বা ধাবন্তি।
নরাঃ + যান্তি = নরা যান্তি।
ভগোঃ + রক্ষ = ভগো রক্ষ।
ভোঃ + দেবাঃ = ভো দেবাঃ।
ভগোঃ + নমস্তে = ভগো নমস্তে।

• **'লোপঃ শাকল্যস্য'** (৮।৩।১৯)

সূত্র প্রযুক্ত না হলে পরে স্বরবর্ণ থাকলে দেবায়িহ, অশ্বায়মী ইত্যাদি হতে পারে।

• **সূত্রে অ-বর্ণ বলা আছে। অ-বর্ণ বলতে অ, আ দুটিই বোঝায়। অন্য সূত্রের সহযোগে অঃ + অ-বাদে স্বরবর্ণ = বিসর্গলোপ বুঝতে হবে।**

সূত্রাকারে বলা যায়—

• অ-কারের পরে বিসর্গ থাকলে এবং পরে অ-ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকলে বিসর্গ লোপ পায়। বিসর্গ লোপের পর আবার সন্ধি হয় না। যেমন,

নরঃ + আগতঃ = নর আগতঃ।
ৰালকঃ + ইচ্ছতি = ৰালক ইচ্ছতি।
কুতঃ + ঐরাবতঃ = কুত ঐরাবতঃ।
চন্দ্রঃ + উদেতি = চন্দ্র উদেতি।
কুতঃ + আয়াতঃ = কুত আয়াতঃ।
একঃ + ঈগলঃ = এক ঈগলঃ।
অতঃ + ঊর্ধ্বম্ = অত ঊর্ধ্বম্।
কথিতঃ + ৯কারঃ = কথিত ৯-কারঃ।
কঃ + এষঃ = ক এষঃ।
কুতঃ + ঐরাবতঃ = কুত ঐরাবতঃ।
ৰালকঃ + ওদনম্ = ৰালক ওদনম্।
সূর্যঃ + উদেতি = সূর্য উদেতি।
দেবঃ + ঋষিঃ = দেব ঋষিঃ।
মাতঃ + আয়াহি = মাত আয়াহি।
দেবঃ + ইতি = দেব ইতি।
নরঃ + ইব = নর ইব।
মাঘঃ + উদয়ঃ = মাঘ উদয়ঃ।
গৌতমঃ +ঋষিঃ = গৌতম ঋষিঃ।
নরঃ + এষঃ = নর এষঃ।
কৃতঃ + ঐক্যম্ = কৃত ঐক্যম্।
রক্তঃ + ওষ্ঠঃ = রক্ত ওষ্ঠঃ।
নরঃ + ঔষধম্ = নর ঔষধম্।

Scanned by CamScanner

• যদি স্বরবর্ণ পরে থাকে একবার বিসর্গের লোপ হবে এবং একবার বিসর্গ স্থানে য্ হবে। কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে সর্বদাই বিসর্গের লোপ হবে।

অশ্বাঃ + অমী = অশ্বা অমী/অশ্বায়মী।

অশ্বাঃ + ধাবন্তি = অশ্বা ধাবন্তি।

১২.৪.১৩ **রোঽসুপি** (রঃ অসুপি) (৮।২।৬৯)

অহন্ শব্দের ন্-কারের স্থানে র্ হয়, কিন্তু সুপ্ পরে থাকলে হয় না।

অহন্ + অহঃ > অহ র্ অহঃ > অহরহঃ।

১২.৪.১৪ **রোরি** (৮।৩।১৪)

র্ পরে থাকলে র্-এর লোপ হয়। যেমন—

পুনর্ + রমতে = পুন রমতে

হরিঃ (হরির্) + রম্যঃ = হরি রম্যঃ

(এই অবস্থায় ঢ্রলোপে ..... ইত্যাদি সূত্রটি প্রযুক্ত হবে)

১২.৪.১৫ **ঢ্রলোপে পূর্বস্য দীর্ঘোঽণঃ** (৬।৩।১১১)

ঢ এবং র-এর লোপ হলে এদের পূর্বস্থিত অ, ই এবং উ-কার দীর্ঘ (অর্থাৎ অ-স্থানে আ, ই-স্থানে ঈ এবং উ-স্থানে ঊ) হয়। যেমন—

লিহ্ + ক্ত > লিঢ্ + ঢঃ = লীঢ়ঃ।

মুহ্ + ক্ত > মুঢ্ + ঢঃ = মূঢ়ঃ।

পিতঃ + রক্ষ = পিতারক্ষ।

নিঃ + রবঃ = নীরবঃ।

মাতুঃ + রোদনম্ = মাতূরোদনম্।

পুনঃ + রমতে = পুনারমতে।

প্রাপ্তঃ + রামঃ = প্রাপ্তারামঃ।

ভ্রাতঃ + রমস্ব = ভ্রাতারমস্ব।

স্বঃ + রাজ্যম্ = স্বারাজ্যম্।

নিঃ + রসঃ = নীরসঃ।

নিঃ + রোগঃ = নীরোগঃ।

হরিঃ + রক্ষতি = হরীরক্ষতি।

পিতুঃ + রাজ্যম্ = পিতূরাজ্যম্।

পুনঃ + রৌতি = পুনারৌতি।

বিধুঃ + রাজতে = বিধূরাজতে।

হরিঃ + রম্যঃ = হরীরম্যঃ।

চক্ষুঃ + রোগঃ = চক্ষূরোগঃ।

পুনঃ + রাজা = পুনারাজা।

১২.৪.১৬ **এতত্তদোঃ সুলোপোঽকোরনঞ্ সমাসে হলি** (এতদ্-তদোঃ সু-লোপঃ অকোঃ অ-নঞ্ সমাসে হলি) (৬।১।১৩২)

• অ-বাদে স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে এতদ্ ও তদ্ শব্দের সু-বিভক্তির (১মা একবচন) লোপ হয়। অর্থাৎ এষঃ ও সঃ-এর ঃ লোপ হয়। যেমন—

সঃ + চলতি = স চলতি।

সঃ + গতঃ = স গতঃ।

এষঃ + আদরণীয়ঃ = এষ আদরণীয়ঃ।

এষঃ + যাতি = এষ যাতি।

সঃ + আগচ্ছতি = স আগচ্ছতি।

সঃ + ইচ্ছতি = স ইচ্ছতি।

এষঃ + দাতা = এষ দাতা।

এষঃ + গচ্ছতি = এষ গচ্ছতি।

• বিসর্গ লোপ হলে পরে আবার সন্ধি হবে না। যেমন,

সঃ + আগচ্ছতি = স আগচ্ছতি। আবার সন্ধি হয়ে সাগচ্ছতি (অ + আ = আ) হবে না।

Scanned by CamScanner

• কিন্তু এতদ্ ও তদ্ শব্দ নঞ্-তৎপুরুষ সমাস ও অক-যুক্ত হলে ঃ লোপ পায় না। সাধারণ অন্য শব্দের মতোই অন্য নিয়মে সন্ধি হয়।

ন এষঃ > অনেষঃ। অনেষঃ গচ্ছতি >অনেষো গচ্ছতি। 'হশি চ' সূত্রে সন্ধি হল। এভাবে,

ন সঃ > অসঃ। অসঃ বদতি = অসো বদতি

এষকঃ রুদ্রঃ > এষকো রুদ্রঃ > সকঃ বদতি > সকো বদতি।

• সঃ ও এষঃ এর পরে 'অ' থাকলে ঃ স্থানে 'ও' হয় এবং 'অ' স্থানে অবগ্রহ হয়। যেমন, সঃ + অধুনা = সোঽধুনা। সঃ + অহম্ = সোঽহম্। এষঃ + অত্র = এষোঽত্র। এষঃ + অদ্য = এষোঽদ্য।

• **সোঽচি লোপে চেৎ পাদপূরণম্** (৬। ১। ১৩৪)

পাদপূরণের প্রয়োজনে এষঃ ও সঃ-এর পর স্বরবর্ণ (অ-বাদে) থাকলেও ঃ লোপ হয় এবং বিসর্গলোপের পর সন্ধি হতে পারে। যেমন,

সৈষ দাশরথী রামঃ সৈষ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
সৈষ কর্ণো মহাযোগী সৈষ ভীমো মহাবলঃ॥

এষৈব রথমারুহ্য মথুরাং যাতি মাধবঃ।
(এই সূত্র এতত্তদো...। সূত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত।)

১২.৪.১৭ **দ্বিত্রিচতুরিতি কৃত্বোঽর্থে** (দ্বি-ত্রি-চতুঃ ইতি কৃত্বঃ অর্থে) (৮। ৩। ৪৩)

পরে ক্ খ্ প্ ফ্ থাকলে (বার, times , দুইবার, তিনবার, চারবার বোঝাতে) সুচ্-প্রত্যয়ান্ত দ্বি, ত্রি ও চতুর্ শব্দের (দ্বিঃ ত্রিঃ চতুঃ) বিসর্গ স্থানে বিকল্পে স্ হয়। পরে ষত্ব বিধানের নিয়মে স্ > ষ্ হয়।

দ্বিঃ করোতি / দ্বিষ্করোতি, ত্রিঃ করোতি/ ত্রিষ্করোতি, চতুঃকরোতি / চতুষ্করোতি।

১২.৪.১৮ **তদ্বৃহতোঃ করপত্যোশ্চৌরদেবতয়োঃ** (তদ্-বৃহতোঃ কর-পত্যোঃ চৌর-দেবতয়োঃ)

চোর বোঝাতে তস্কর এবং দেবতা বোঝাতে বৃহস্পতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ।

তৎ + করঃ = তস্করঃ

বৃহৎ + পতিঃ = বৃহস্পতিঃ

১২.৪.১৯ **প্রায়স্য চিত্তি-চিত্তয়োঃ** (বার্তিক)

'প্রায়' শব্দের পর 'চিত্তি' ও 'চিত্ত' থাকলে 'প্রায়শ্চিত্তি' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ।

প্রায় + চিত্তিঃ = প্রায়শ্চিত্তিঃ

প্রায় + চিত্তঃ = প্রায়শ্চিত্তঃ

Scanned by CamScanner

১২.৪.২০ সংক্ষেপে বিসর্গসন্ধি

১. ঃ + চ্ কিংবা ছ্ = বিসর্গ (ঃ)-স্থানে শ্
২. ঃ + ট্ কিংবা ঠ্ = বিসর্গ (ঃ)-স্থানে ষ্
৩. ঃ + ত্ কিংবা থ্ = বিসর্গ (ঃ)-স্থানে স্
৪. ঃ + শ্ = বিসর্গ (ঃ)- স্থানে শ্ বা অপরিবর্তিত
৫. ঃ + ষ্ = বিসর্গ (ঃ)- স্থানে ষ্ বা অপরিবর্তিত
৬. ঃ + স্ = বিসর্গ (ঃ)- স্থানে স্ বা অপরিবর্তিত
৭. অঃ + অ = অঃ-স্থানে ও-কার এবং পরের অ-স্থানে অবগ্রহ—ঽ (লুপ্ত অ-কার)
৮. অঃ + অ বাদে স্বরবর্ণ = অ-কারের পরবর্তী বিসর্গের লোপ
৯. অঃ + বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ / অন্তঃস্থ বর্ণ / হ্ } = অঃ-স্থানে ও-কার
১০. আঃ + স্বরবর্ণ; বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ / অন্তঃস্থ বর্ণ / হ্ } = আ-এর পরবর্তী বিসর্গের লোপ
১১. { অ, আ বাদে স্বরবর্ণের পর বিসর্গ } + { স্বরবর্ণ / বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ / অন্তঃস্থ বর্ণ / হ্ } = বিসর্গ (ঃ)-স্থানে র্
১২. সঃ + অ বাদে স্বরবর্ণ / ব্যঞ্জনবর্ণ = বিসর্গ (ঃ)-লোপ
১৩. এষঃ + অ বাদে স্বরবর্ণ / ব্যঞ্জনবর্ণ = বিসর্গ (ঃ)-লোপ

Scanned by CamScanner